হাসপাতাল ভারতীয় দল

মিশন অস্ট্রেলিয়ায় পা রাখার আগে থেকেই চোটের ধাক্কা ছিল। স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে এসে যা কার্যত হাসপাতালের চেহারা নিয়েছে।

ইশান্ত শর্মা (সাইড স্ট্রেন)
আইপিএলে প্রথম কয়েকটা ম্যাচের পর ছিটকে যান। দীর্ঘ রিহ্যাবের পর দিল্লির হয়ে চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে কামব্যাক করেছেন।

ভুবনেশ্বর কুমার (হ্যামস্ট্রিং)
আইপিএলের মাঝে চোট। লম্বা রিহ্যাবের জন্য অজি সফর থেকে ছিটকে যান। উত্তরপ্রদেশের হয়ে মুস্তাক আলিতে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে।

রোহিত শর্মা (হ্যামস্ট্রিং)
আইপিএলের সময় চোট। চোট নিয়ে ফাইনালে খেলার পর রিহ্যাব। টি২০, ওডিআই সিরিজ ও প্রথম দুটি টেস্টে খেলতে পারেননি।

বরুণ চক্রবর্তী (কাঁধ)
প্রথমবার ভারতীয় দলে ডাক। কিন্তু কাঁধের চোটে অজিগামী বিমানে ওঠার আগেই ছিটকে যান। পরিবর্তে দলে ঢোকেন থঙ্গরাসু নটরাজন।

মহম্মদ সামি (হাত)
অ্যাডিলেড টেস্টে প্যাট কামিন্সের বাউন্সারে চোট পেয়ে ছিটকে যান। পরবর্তী ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টেস্টেও অনিশ্চিত।

উমেশ যাদব (কাফ মাসল)
মেলবোর্নে দ্বিতীয় টেস্টে অজি দ্বিতীয় ইনিংসে চোট পান। আপাতত রিহ্যাব চলছে। ইংল্যান্ড সিরিজে ফেরার সম্ভাবনা।

লোকেশ রাহুল (কবজি)
মেলবোর্ন টেস্টের সময় নেটে ব্যাটিং অনুশীলনের সময় চোট। দেশে ফিরে এসেছেন। অপেক্ষা পরের মাসে ইংল্যান্ড সিরিজে নামার।

জসপ্রীত বুমরাহ (তলপেটের পেশি)
চোটের তালিকায় নতুন সংযোজন। সিডনি টেস্টের তৃতীয় দিনে ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পেয়ে সিরিজের বাইরে।

রবীন্দ্র জাদেজা
(বুড়ো আঙুল)
সিডনি টেস্টে প্রথম ইনিংসে মিচেল স্টার্কের বলে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ভেঙেছে। অস্ত্রোপচার হয়েছে। মাস দুয়েক মাঠের বাইরে।

হনুমা বিহারী
(হ্যামস্ট্রিং)
ভারতের মহাকাব্যিক সিডনি-লড়াইয়ের অন্যতম হনুমার হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট গুরুতর। ব্রিসবেনে খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এমনকী ইংল্যান্ড সিরিজেও অনিশ্চিত।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন (পিঠ)
সিরিজে ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৩৪ ওভার বল করেছেন। পিঠের ব্যথায় ঘুমাতে পারছেন না। নীচু হতে সমস্যা হচ্ছে। ব্রিসবেনে অনিশ্চিত।

মায়াঙ্ক আগরওয়াল (হাত)
অনুশীলনে হাতে চোট পান। স্ক্যান করাতে হয়েছে। হনুমা বিহারীর জায়গায় সম্ভাব্য পরিবর্ত ধরা হলেও, পুরো ফিট মায়াঙ্ককে পাওয়া মুশকিল ব্রিসবেনে।

ঋষভ পন্থ (কনুই)
সিডনিতে প্রথম ইনিংসে কনুইয়ে প্যাট কামিন্সের বল লাগে। দ্বিতীয় ইনিংসে কিপিং করতে পারেননি। পেইনকিলার খেয়ে ব্যাটিং করেন।

চতুর্থ টেস্ট খেলতে ব্রিসবেনে পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া

কম্বিনেশন নিয়ে দোলাচল, চোটে ছিটকে গেলেন বুমরাহ

ব্রিসবেন, ১২ জানুয়ারি : একে একে নিভিছে দেউটি! সিডনি টেস্টে অসাধারণ লড়াই করে ম্যাচ বাঁচানোর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফের উত্তাল ভারতীয় ক্রিকেট। যার নেপথ্যে সেই চোট-আঘাতের কাহিনী। তালিকায় এবার ভারতীয় দলের সেরা পেসার জসপ্রীত বুমরাহ। তাঁর তলপেটের পেশিতে চোট রয়েছে বলে খবর। আর এই চোটের কারণে ১৫ জানুয়ারি থেকে ব্রিসবেনের গাব্বায় শুরু হতে চলা সিরিজের শেষ টেস্টে নেই বুমরাহ। বিসিসিআইয়ের তরফে সরকারিভাবে রাত পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি। তবে ভারতীয় দলের একটি সূত্র থেকেই আজ এই খবর জানা গিয়েছে।

সিডনি থেকে আজই ব্রিসবেনে পৌঁছেছে টিম ইন্ডিয়া। আগামীকাল থেকে শেষ টেস্টের জন্য অনুশীলন শুরু করবেন আজিঙ্কা রাহানেরা। তার আগে দলের সেরা পেসারের চোট শেষ টেস্টের টিম কম্বিনেশন নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে, দলের অন্দরে কতজন ক্রিকেটার একশো শতাংশ সুস্থ রয়েছেন? ইশান্ত শর্মা অস্ট্রেলিয়া যাননি চোটের কারণে। সিরিজের মাঝেই চোটের শিকার হয়ে মহম্মদ সামি, উমেশ যাদবরা আগেই ছিটকে গিয়েছেন। এবার সেই তালিকায় ঢুকে পড়লেন বুমরাহও। ফলে গাব্বা টেস্টে সম্পূর্ণ নতুন ও অনভিজ্ঞ পেস বোলিং আক্রমণ নিয়ে নামতে চলেছেন রাহানেরা। যেখানে সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে পেস আক্রমণকে নেতৃত্ব দেবেন মহম্মদ সিরাজ (২ টেস্ট)। সঙ্গে থাকবেন নভদীপ সাইনি, শার্দূল ঠাকুর ও টি নটরাজনের মধ্যে যে কোনও একজন। শুধু কী পেস আক্রমণ, স্পিন বিভাগেও তো একই সমস্যা। আজই সিডনির হাসপাতালে হাতের আঙুলে অস্ত্রোপচার হয়েছে রবীন্দ্র জাদেজার। ফলে তাঁর খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই। সূত্রের খবর, জাদেজার বদলে কুলদীপ যাদব শেষ টেস্টে খেলতে পারেন। সিডনির ড্র টেস্টের অন্যতম নায়ক রবিচন্দ্রন অশ্বীনও পুরো ফিট নন। শেষ টেস্টে তাঁর খেলা নিয়েও রয়েছে অনিশ্চয়তা। যদিও অশ্বীনকে ফিট করার মরিয়া চেষ্টা চলছে ভারতীয় দলের অন্দরে।

ব্যাটিংয়েও রয়েছে সমস্যা। সরকারিভাবে এখনও জানানো না হলেও গতকালই উত্তরবঙ্গ সংবাদে লেখা হয়েছিল, গাব্বা টেস্টে নেই হনুমা বিহারী। তাঁর হ্যামস্ট্রিং ছিঁড়েছে। ফলে তাঁর বদলি হিসেবে কাকে খেলানো হবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। হনুমার বদলে ঋদ্ধিমান সাহা গাব্বায় খেলতে পারেন বলে খবর। কারণ, মায়াঙ্ক আগরওয়ালের কথা ভাবা হলেও তাঁর চোট রয়েছে বলে খবর। আজ বুমরাহর চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ার পর থেকে সোশ্যাল দুনিয়ায় দাবি উঠতে শুরু করেছে, গাব্বায় শেষ টেস্টে কোচ রবি শাস্ত্রীকে না নামতে হয়। শুনে পাগলের প্রলাপ মনে হলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী বাস্তব। শাস্ত্রী মাঠে নামবেন না নিশ্চিতভাবেই। কিন্তু ভারতের টিম কম্বিনেশন কী হবে? কার্যত 'এ' দল নিয়ে শেষ টেস্টে নামতে চলা ভারত কী সিরিজ বাঁচাতে পারবে? তাছাড়া ঋষভ পন্থ সিডনি টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৭ রান করলেও তাঁরও চোট রয়েছে। তাঁকে শেষ টেস্টে পাওয়া নিয়েও ধোঁয়াশা কাটেনি।

এমন অবস্থায় আজই সিডনি থেকে ব্রিসবেন পৌঁছানো ভারতীয় দলের অন্দরে উত্তরবঙ্গ সংবাদের তরফে শেষ টেস্টের প্রথম একাদশ নিয়ে ছানবিন চালানো হয়েছিল। জানা গিয়েছে, প্রথম একাদশ বাছাই অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্টে ওঠার মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তারপরও শেষ টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার সম্ভাব্য প্রথম একাদশ এমন হতে পারে বলে খবর। রোহিত, শুভমান, পূজারা, রাহানে, ঋষভ, ঋদ্ধিমান, অশ্বীন, শার্দূল, নভদীপ, সিরাজ ও কুলদীপ। জানা গিয়েছে, গাব্বায় আগামীকাল অনুশীলনের পর প্রথম একাদশ নিয়ে এসপার-ওসপার সিদ্ধান্ত নেবেন রাহানে-শাস্ত্রীরা।

বর্ণবিদ্বেষ ক্ষমাপ্রার্থী ওয়ার্নার

সিডনি, ১২ জানুয়ারি : বর্ণবিদ্বেষমূলক আচরণে প্রবল অস্বস্তিতে অস্ট্রেলিয়া।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াই শুধু নয়, ভারতীয় দলের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন। এদিন সিডনির দর্শকদের বর্ণবিদ্বেষী আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন ডেভিড ওয়ার্নারও। বাঁ-হাতি ওপেনার ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'ভারতীয় দল ও মহম্মদ সিরাজের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বর্ণবৈষম্যমূলক ঘটনা যেখানেই ঘটুক না কেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কোনও ভাবেই তা মেনে নেওয়া যায় না। নিজের দেশের সমর্থকদের কাছে আরও ভদ্র ব্যবহার আশা করেছিলাম।'

ভুলস্বীকার টিম পেইনের

সিডনি টেস্টে ভারতীয় দলের দুর্দান্ত লড়াইয়ের প্রশংসাও করেছেন ওয়ার্নার। তিনি আরও লিখেছেন, 'চোটের পর মাঠে ফিরতে পেরে ভালো লাগছে। অবশ্য সিডনি টেস্টের ফলাফল আমাদের জন্য যথাযথ নয়। আসলে এটাই টেস্টের বৈশিষ্ট্য পাঁচদিন ধরে হাড্ডাহাড্ডি ক্রিকেট। অভিনন্দন ভারতীয় দলকে। ড্রয়ের জন্য দারুণ লড়াই চালাল। সামনে নজর এবার ব্রিসবেনে সিরিজের নির্ণায়ক টেস্টের দিকে। গাব্বা দুর্দান্ত। মুখিয়ে রয়েছি নামার জন্য।'

ক্ষমাপ্রার্থী অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক টিম পেইনও। রবিচন্দ্রন অশ্বীনদের স্লেজিং করা, গোটা তিনেক ক্যাচ ফেলে দলকে ডোবানো, অধিনায়ক হিসেবে নিজের আচরণ- সবকিছুর জন্য অনুতপ্ত তিনি। বলেছেন, 'গতকাল আমি যা করেছি, তার সবকিছুর জন্য ক্ষমা চাইছি। ম্যাচ শেষের পর অশ্বীনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ওকে জিজ্ঞাসাও করি, আমাকে কি বোকার মতো দেখাচ্ছিল? অত কথা বলে ক্যাচ ফেললাম। ও বলে, তুমি যখনই মুখ খুলেছ, তখনই ক্যাচ ফেলেছ। যা নিয়ে নিজেরাই হাসছিলাম।' প্রসঙ্গত, হনুমা বিহারীর সঙ্গে ষষ্ঠ উইকেটে ২৫৬ বল কাটিয়ে ম্যাচ বাঁচান রবিচন্দ্রন অশ্বীন। নিজে করেন ১২৮ বলে অপরাজিত ৩৯ রান। অশ্বীনদের মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে টানা স্লেজিং চালান পেইন। দল ও সমর্থকদের উদ্দেশ্যে পেইন আরও বলেন, 'গতকাল খারাপ নেতৃত্ব দিয়েছি। আমার পারফরমেন্সেও প্রভাব পড়েছিল। গোটা টেস্টেই আমার মানসিক স্থিতি ঠিক ছিল না। দ্বিতীয় দিনে যেভাবে আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলেছি, তা উচিত হয়নি। এই ভাবে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দিতে চাই না।' প্রসঙ্গত, ভারতের প্রথম ইনিংসে চেতেশ্বর পূজারার বিরুদ্ধে ডিআরএস বাতিল হওয়ার পর আম্পায়ারের ওপর কার্যত চড়াও হন। কটু মন্তব্যও করেন টিম পেইন।

এদিকে, ঋষভ পন্থকে সমস্যায় ফেলতে স্টিভেন স্মিথের বিরুদ্ধে ওঠা পপিং ক্রিজের গার্ড মোছার দাবি উড়িয়ে দিলেন পেইন। দাবি করেন, 'গার্ড বদলে দেওয়ার মতো কিছুই করেনি স্মিথ। ও আসলে সেন্টার মার্কিং করছিল। এটা ওর অভ্যাস। আমি এটা নিয়ে স্মিথের সঙ্গে কথা বলি। বিতর্ক তৈরি হওয়ায় ও নিজেও হতাশ। প্রতিটি টেস্টে যদি ওকে ভালো করে দেখেন, তাহলে দেখবেন দিনে অন্তত ৫-৬ বার এটা করে থাকে। ব্যাটিং ক্রিজে দাঁড়িয়ে শ্যাডো করে। তখন মাঠে ভারতীয় ক্রিকেটাররা ছিল। স্মিথ করলে, তখন ওরাই তো বলত।'

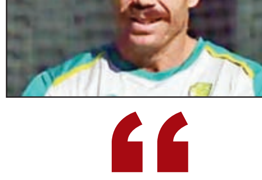

> ভারতীয় দল ও মহম্মদ সিরাজের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বর্ণবৈষম্যমূলক ঘটনা যেখানেই ঘটুক না কেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়।
>
> -ডেভিড ওয়ার্নার

বিরাটকে পেছনে ফেললেন স্মিথ

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : সিডনি টেস্টে বড় রানের সৌজন্যে বিরাট কোহলিকে পেছনে ফেলে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন স্টিভেন স্মিথ। কোহলি নেমে গেলেন তিন নম্বরে। তবে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। র‍্যাংকিংয়ে দুই ধাপ নেমে ৭ নম্বরে চলে গিয়েছেন আজিঙ্কা রাহানে। তবে প্রথম দশে উঠে এসেছেন চেতেশ্বর পূজারা। আপাতত ৮ নম্বরে আছেন তিনি। ভারতের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে প্রথম দুই টেস্টে একেবারেই রান পাননি স্মিথ। চার ইনিংস মিলিয়ে মাত্র ১০ রান করেন তিনি। কিন্তু সিডনিতে দুই ইনিংস মিলিয়ে ২১২ রান করেন তিনি। তাতেই এক ধাপ উঠে এসেছেন। অন্যদিকে, সিডনিতে প্রথম ইনিংসে ৫০ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৭ করায় র‍্যাংকিংয়ে এগিয়েছেন পূজারা।

রুম সার্ভিস নেই রাহানেদের

ব্রিসবেন, ১২ জানুয়ারি : সিডনি টেস্টে নৈতিক জয়ের রেশ উধাও। বদলে প্রবল ক্ষোভে ফুটছে টিম ইন্ডিয়া।

ঘটনাটা কী?

সিডনি থেকে দুই ঘণ্টার বিমানযাত্রার পর আজ দুপুরে ব্রিসবেন পৌঁছে যান আজিঙ্কা রাহানেরা। বিমানবন্দর থেকেই পুরো দল চলে যায় ব্রিসবেন সেন্ট্রালের সফিটেল হোটেলে। সাধারণত ব্রিসবেন এলে এই হোটেলেই ওঠে ভারতীয় দল। আর তারপরই কাহানী মে টুইস্ট!

ঝাঁ চকচকে পাঁচতারা হোটেল। ভারতীয় দল চেক ইন করার আগে পর্যন্ত সেখানে ছিলেন না কোনও বোর্ডার। এখনও নেই। কিন্তু নেইয়ের তালিকাটা যে দীর্ঘ। হোটেলে রুম সার্ভিস বলে কিছু নেই। রেস্তোরাঁ বলে কিছু নেই। খাবার অর্ডার দিয়ে বাইরে থেকে আনাতে হবে। জিম ও সুইমিং পুলও নেই। হোটেলের যে ফ্লোরে পুরো ভারতীয় দল রয়েছে, সেখান থেকে বেরোনো নিয়েও রয়েছে নানা নিষেধাজ্ঞার বেড়াজাল। এমনকি টিম মিটিংয়ের জন্য কোনও কনফারেন্স রুমও নেই আজিঙ্কা রাহানেদের জন্য। নিটফল, নিজেদের ঘর, বাথরুম থেকে শুরু করে খাবারের বন্দোবস্তও নিজেদেরকেই করতে হবে টিম ইন্ডিয়াকে। নজিরবিহীন পরিস্থিতি দেখে ক্ষোভে ফুটছেন রাহানেরা।

১৫ জানুয়ারি থেকে গাব্বায় শুরু হচ্ছে সিরিজের শেষ টেস্ট। সেই টেস্টের আগে বহু বিতর্ক ও সমস্যার পর আজ কুইন্সল্যান্ডের ব্রিসবেনে পৌঁছোনোর পর থাকার হোটেলের এমন অবস্থা দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ভারতীয় দলের ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফরা। দ্রুত সব জানানো হয় বিসিসিআইকে। অসুস্থ শরীর নিয়ে কলকাতা থেকে সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও নয়াদিল্লি থেকে সচিব জয় শা দ্রুত যোগাযোগ করেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে। তাঁদের প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয় বিসিসিআইয়ের তরফে। কিন্তু তারপরও রাত পর্যন্ত সব সমস্যার জট কাটেনি বলে খবর। আজ দুপুরে ব্রিসবেন পৌঁছোনোর পর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে ভারতীয় দলের একটি সূত্র হোয়াটসঅ্যাপে জানিয়েছেন, 'এটা পাঁচতারা হোটেল নাকি জেলখানা, সেটাই আমরা বুঝতে পারছি না। ব্রিসবেন শহরে করোনার প্রকোপ খুব সামান্য বলে শুনেছি। কিন্তু তারপরও আমাদের হোটেলে ন্যূনতম পরিষেবা নেই। কেন? কিছুতেই বুঝতে পারছি না।' কোচ রবি শাস্ত্রী ও অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে ও তাঁর ডেপুটি রোহিত শর্মার সঙ্গে বিসিসিআই শীর্ষকর্তারা মোবাইলে কথা বলার পরই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার উপর চাপ বাড়ানো হয়েছে বলে খবর। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ভারতীয় দলের জন্য যথাসাধ্য করছে বলে তারা দাবি করেছে। কিন্তু তার আগেই বিতর্ক ও সমস্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, গাব্বায় শেষ টেস্টে এই ঘটনার রেশ মাঠে পড়তে পারে।

ভারতীয় দল চোট-আঘাতের কারণে এখন প্রায় মিনি হাসপাতাল হয়ে রয়েছে। ক্রিকেটারদের ফিট হওয়ার জন্য জিম ও পুল সেশন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু রহস্যজনকভাবে করোনার দোহাই দিয়ে এইসব পরিষেবা বন্ধ করে রেখেছে হোটেল কর্তৃপক্ষ। আজ রাতের দিকে এ ব্যাপারে বিসিসিআই কোষাধ্যক্ষ অরুণ সিং ধুমলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে জানিয়েছেন, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আলোচনা করে আমরা সমস্যা অনেকটাই মিটিয়েছি। কিন্তু তারপরও কিছু ইস্যু রয়েছে। আশা করছি, দ্রুত মিটে যাবে। শেষ পর্যন্ত যাই হোক না কেন, এই ঘটনার রেশ সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই।

তৃতীয় টেস্ট ড্র রেখে স্বস্তিতে পৃথ্বী শ, ঋষভ পন্থ, রোহিত শর্মারা।

চুম্বকে সফিটেল হোটেলে কাণ্ড

- সিডনি থেকে বেলার দিকের বিমানে রওনা হয়ে দুপুরে ব্রিসবেন পৌঁছায় ভারত।
- বিমানবন্দর থেকেই সোজা ব্রিসবেন সেন্ট্রালের সফিটেল হোটেলে পৌঁছান রাহানেরা।
- হোটেলে চেক ইনের পরই জানা যায়, রুম সার্ভিস থেকে শুরু করে ন্যূনতম পরিষেবা পাওয়া যাবে না।
- নিজেদের ঘর ও বাথরুম নিজেদের পরিষ্কার করতে হবে। খাবার আনাতে হবে বাইরে থেকে।
- জিম ও সুইমিং পুল ব্যবহার করা যাবে না। হোটেলের সব জায়গায় যাওয়া যাবে না। লিফটও ব্যবহার করা যাবে না।
- ক্রিকেটারদের অভিযোগ শুনে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় সমাধানসূত্রের খোঁজে বিসিসিআই। কিছু সমস্যা মিটলেও পুরোটা মেটেনি বলেই খবর।

ব্রিসবেনে ভারতই জিতবে, বিশ্বাস বেঙ্গসরকারের

মুম্বই, ১২ জানুয়ারি : মেলবোর্নের রূপকথার প্রত্যাবর্তনের পর সিডনিতে অবিশ্বাস্য ড্র। আজিঙ্কা রাহানের নেতৃত্বে ভারতীয় দলের চেহারাটাই যেন বদলে দিয়েছে। এদিন ভারতীয় দলের 'স্টপগ্যাপ' অধিনায়কের প্রশংসায় ঠিক সেকথাই শোনা গেল দিলীপ বেঙ্গসরকারের গলায়। তার বিশ্বাস, দল যে দৃঢ়তা দেখিয়েছে, তাতে ব্রিসবেনের নির্ণায়ক টেস্টেও জিতবে ভারতই। দরকার সুযোগের সদ্ব্যবহার করার।

দিলীপ বেঙ্গসরকার বলেছেন, 'আজিঙ্কার নেতৃত্বে ভারতীয় দল দারুণভাবে নিজেদের মেলে ধরছে। প্রথম টেস্টে ৩৬ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল ভারত। কিন্তু অ্যাডিলেডের বিপর্যয়ের পর সেই দলটাই রাহানের অধিনায়কত্বে অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় রেখেছে রাহানে। ওর নেতৃত্বে ক্রিকেটাররাও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। দলের সবাইকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। দলের সবার মধ্যে এই স্বাধীনতাটাই ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম রাহানে। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজা শুধু নয়, মহম্মদ সিরাজ, নভদীপ সাইনি, শুভমান গিলও প্রভাব ফেলছে। বিরাট কোহলির অনুপস্থিতিতে দারুণ কাজ করছে রাহানে।' বেঙ্গসরকার মুগ্ধ ভারতীয় দলের লড়াইয়ে। বলেন, 'দুর্দান্ত পারফরমেন্স। বীরের মতো লড়াই করল। চতুর্থ দিনেই দুই উইকেট হারিয়েছিল। তারপর এরকম লড়াই, কেউ বোধহয় আশা করেননি। ঋষভ পন্থ অসাধারণ ব্যাটিং করল। ওইসময় ভারত জয়ের কাছাকাছি ছিল। হনুমা বিহারীর চোট থাকায় দৌড়োতে পারছিল না। জাদেজারও চোট। ড্র ছাড়া আর কোনও বিকল্প ছিল না। অশ্বীন-হনুমা যেভাবে লড়াই চালাল শেষপর্যন্ত, তা এককথায় অবিশ্বাস্য। দলগত প্রয়াসের ফল এই সাফল্য। ব্রিসবেনে ভারত কোনওদিন জেতেনি। আমি নিশ্চিত, এবার জিতবে। সেই সুযোগ পাবে ভারত।'

এদিকে, ডেভ হোয়াটমোরের মতে বিরাট আর রাহানের নেতৃত্বের স্টাইল সম্পূর্ণ আলাদা। শ্রীলঙ্কার বিশ্বজয়ী কোচ (১৯৯৬) বলেছেন, 'বিরাটের থেকে রাহানের অধিনায়কত্ব সম্পূর্ণ আলাদা। বিরাট ইতিমধ্যেই অধিনায়ক হিসেবে প্রচুর সাফল্য পেয়েছে। রাহানে সেখানে তাৎক্ষণিক সাফল্য পাচ্ছে। একইসঙ্গে ক্রিকেটের কঠিন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কেও একটা ধারণা পাচ্ছে। আর বিরাট ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে অধিনায়কত্ব, অতিরিক্ত দায়িত্ব, লিডারশিপ তার পারফরমেন্সে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি।'

ক্রিকেট জীবন নিয়ে শাস্ত্রীর বই

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : ক্রিকেট জীবন নিয়ে বই লিখছেন ভারতীয় দলের কোচ রবি শাস্ত্রী। সাংবাদিক আয়াজ মেমনের সঙ্গে যৌথভাবে ওই বই লিখছেন তিনি। রবিবার বইটির প্রকাশক সংস্থার তরফে একথা জানানো হয়েছে। ঘটনাক্রমে এদিনই শাস্ত্রীর ছয় ছক্কার ৩৬ বছর পূর্তি হয়েছে। মুম্বইয়ে রনজি ট্রফির ওই ম্যাচে বরোদার বিরুদ্ধে পরপর ছয় বলে ছয়টি ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন তিনি। এই বই প্রসঙ্গে বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাদের হেডস্যার বলেছেন, 'প্রথমে ক্রিকেটার হিসেবে, পরে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় ও এখন ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে আমি বহু প্রতিভাবান ক্রিকেটারের সংস্পর্শে এসেছি। সে বিষয়ে নানা কথা বইতে লিখতে পেরে আমি খুশি।' এই বইতে শাস্ত্রী বিভিন্ন অজানা তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি নানা প্রশ্নের উত্তরও দেবেন বলে জানা গিয়েছে। বইটিতে শিবা রাওয়ের ইলাস্ট্রেশনও থাকবে।